بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

আমরা যদি বয়াতের হক আদায় করতে চাই, যদি আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ হতে চাই, তাহলে আমাদের সব সময় আমাদের অবস্থার মূল্যায়ন করতে হবে।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৪ অক্টোবর, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড শহরস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্‌দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন,

আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হল তিনি আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর নেক বান্দা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামকে গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন। এই অনুগ্রহের জন্য প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হল আমরা যেন আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ অনুসরণ করি। এবং আল্লাহ্‌র হক ও তাঁর বান্দাদের হক আদায়ে সচেষ্ট হই। আর এটা তখনই সম্ভব যখন আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) -এর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করার চেষ্টা করব। সত্যিকারের মুসলমান হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) প্রদর্শিত পথ অনুযায়ী আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখার উপদেশ প্রদান করে বলেন; যে ব্যক্তি ঈমান নিয়ে আসে তার উচিত ঈমান থেকে পূর্ণ আস্থা ও তত্ত্ব-জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং কোনরূপ সন্দেহের মধ্যে না পড়া। তিনি বলেন, **"এবার আত্মবিশ্লেষণ করে দেখুন এবং আপনার মনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিন, আপনি যে আমার হাতে আনুগত্যের অঙ্গীকার (বয়াত) করেছেন এবং আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং আদেশদাতা (হাকাম) ও ন্যায়বিচারক (আদাল) হিসাবে গ্রহণ করেছেন; এর পরে, আমার কোন সিদ্ধান্ত বা কর্মের জন্য আপনার হৃদয়ে যদি কোন প্রকার তিক্ততা বা দুঃখ জন্মে; তবে আপনার ঈমানের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করুন। যে আমাকে গ্রহণ করা সত্ত্বেও আপত্তি করে, সে হতভাগ্য; যে চাক্ষুষ করেও অন্ধের ন্যায় আচরণ করে।"**

প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ (আ.) এবং তাঁর পূর্বে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) তাঁর (আ.)-এর পরবর্তীতে

খিলাফতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। আহমদীয়া খিলাফত এমন একটি ঐশী ব্যবস্থাপনার নাম যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আদর্শকে অব্যাহত রাখে। আপন অঙ্গীকারে তাই প্রত্যেক আহমদী; আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি অবিচলতা ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করে। এই অর্থে, খিলাফতের অঙ্গীকার পূর্ণ করা প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য, অন্যথায় তাদের এই অঙ্গীকার হবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও নিষ্ফল মাত্র।

পবিত্র কুরআন করীমকে যত্ন সহকারে পাঠ করার কথা উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন; **"যারা আমার সাথে সম্পর্কিত; তাদের আমি বারবার উপদেশ দিচ্ছি যে সর্বশক্তিমান খোদা এই সিলসিলাহ্টিকে এ যুগে সত্য আবিষ্কারের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমি চাই ইসলামের মঙ্গল বাস্তবিক সত্যের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ হোক; যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করেছেন। অতএব, পবিত্র কুরআন নিয়মিত পাঠ করুন। তবে এটিকে একটি সাধারণ গল্প হিসাবে না পড়ে একটি আধ্যাত্ম-দর্শন হিসাবে অধ্যয়ন করুন। আমরা যদি দুনিয়ার ব্যস্ততায় ডুবে থাকি তাহলে আমাদের সন্তান-সন্ততিরা দ্বীন থেকে দূরে সরে যাবে। তাই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। মনে রাখবেন যে শুধুমাত্র আনুগত্যের অঙ্গীকার করা উদ্দেশ্য পূরণ করে না। লক্ষ্য তখনই পূর্ণ হবে যখন আমরা নিজেদেরকে ইসলামী শিক্ষার অধিকারী করে তুলব এবং তা হতে পারে না যতক্ষণ না আমরা পবিত্র কুরআন করীম পাঠ ও অনুসরণ করব।"**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন; 'সত্য হল যে আপনি অনন্ত জীবনের জন্য খোদা তাআলা যে ঝর্ণার সৃষ্টি করেছেন তার কাছাকাছি। তবে হ্যাঁ! পানি পান করা এখনও বাকি আছে, তাই এই ঐশী বারিধারা লাভে পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য সর্বশক্তিমান খোদার অনুগ্রহ ও আশিস কামনা করুন, কারণ সর্বশক্তিমান খোদা ছাড়া কিছুই ঘটতে পারে না। এটা আমি জানি যে; যে এই ঝর্ণা থেকে পান করবে সে ধ্বংস হবে না কারণ এই জল জীবন দান করে। এই ঝর্ণা থেকে প্রশান্তি লাভের উপায় কী? তা হলো মহান আল্লাহ্ তাআলা আপনার উপর যে দুটি অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন তা যথাযথ ফিরিয়ে দেয়া এবং সেগুলো পূর্ণ পরিশোধ করা। তার মধ্যে একটি হল আল্লাহর হক এবং অন্যটি হল সৃষ্টির অধিকার।'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন; "শুধু বয়াত করাই যথেষ্ট নয়, আল্লাহ্ কাজ দেখতে চান। যে কর্মনিষ্ঠ সে কখনই ধ্বংস হবে না এবং সর্বদা আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ করবে। এই বাস্তব অবস্থাটি তখনই ঘটবে যখন **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** আপনার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবে এবং আপনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চাইবেন না এবং আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করবেন। এখন প্রত্যেকে নিজ নিজ মূল্যায়ন করতে পারে যে আমরা যখন কলেমাটি পড়ি; তখন কি আসলেই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা হয়ে থাকে? আমরা কি তাঁর আদেশ পালন করছি? নামাযের সময় যদি আমরা আমাদের পার্থিব কাজে মনোযোগ দিয়ে নামায না পড়ি, তাহলে আমরা মুখে কলেমা পাঠ করছি ঠিকই, কিন্তু আমাদের অন্তরে সাময়িক শিরক্ রয়েছে। একজন মুমিন এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যে আমার ব্যবসা এবং আমার কাজ আল্লাহ্ তাআলার রহমতে বরকতময়, তাহলে এটা কিভাবে হতে পারে যে আমার পার্থিব কাজকর্ম আল্লাহ্ তাআলার আওয়াজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। যদি এমনটা হয়, তাহলে আমরা কলেমার মূল ভাবটিই বুঝতে পারিনি, আমরা কেবল মৌখিক ভাবে কলেমাটি স্বীকার করছি মাত্র, কিন্তু আমাদের কাজ আমাদের স্বীকারোক্তিকে সমর্থন করে না, যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে বয়াতের হক আদায় হচ্ছে না।"

সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার বলেন; আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের অধিকার পরিশোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যখন এগুলো পরিশোধ করা হয়, তখনই একজন প্রকৃত মুমিন হয় এবং আনুগত্যের হক আদায় করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর জামাতকে উপদেশ দিয়ে বলেন, দুনিয়াদারদের মতো জীবনযাপন করলে কোনো লাভ নেই। আমার হাতে বয়াত করায় একটি মৃত্যু প্রয়োজন; যাতে আপনি

আরেকটি নতুন জীবন লাভ করতে পারেন। যদি আপনি আধ্যাত্মিক জীবন না পান, তাহলে এই ধরনের বয়াত কোন কাজে আসবে না। আমার বয়াতের দ্বারা খোদা আপনাদের হৃদয়ের স্বীকারোক্তি চান, যে আমাকে সত্যিকারের হৃদয়ে গ্রহণ করে এবং তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন এবং সে যেন তার মায়ের গর্ভ থেকে এক নবজীবন লাভ করে জন্ম নেয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন; আমাদের ইবাদতগুলো শুদ্ধ হওয়া উচিত এবং আমাদের আমল এমন হওয়া উচিত যাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা থেকে জানা যায় যে, ধ্বংসের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মেঘ মাথার উপর ঘোরাফেরা করছে এবং যে ধ্বংস হবে তা পৃথিবীকে বিনাশের দিকে নিয়ে যাবে। তাই এখন দোয়ার মাধ্যমে আমল করা আহমদীদের কর্তব্য। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন; আল্লাহ্ তাআলা ধার্মিকদের জন্য অন্যদের রক্ষা করে থাকেন। আমরা খুব বিপদজনক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এমন পরিস্থিতিতে কেউ যদি বাঁচাতে পারে, তাহলে তিনি আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং। তাই তোমরা নিজেদের এবং পরবর্তী প্রজন্মকে তাঁর সামনে মাথা নতকারী বানাও; যাতে তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে পার। আমরা যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কথাটির প্রতি সুবিচার করি, তবেই আল্লাহ্ আমাদের নেক আমল দ্বারা বিশ্বকে রক্ষা করবেন। দুনিয়ার অবস্থার চরম অবনতি হওয়ার আগে, অনেক দোয়া করুন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, উত্তম সেই কাজ যা সময়ের পূর্বে করা হয়; পরে করলে লাভ নেই। জাহাজ ডুবতে শুরু করলে সবাই কাঁদে, কিন্তু ডোবার সময় এ হেন কান্নাকাটি করা, বিলাপ করা অনর্থক মাত্র। এসব তো তখনই কাজে লাগে যখন সব কিছু সঠিক থাকে। এটি হল খোদাকে কাছে পাওয়ার কৌশল; যখন একজন ব্যক্তি সময়ের আগে জেগে ওঠে যেন বজ্রপাত তাকে আঘাত করতে চলেছে, কিন্তু যে বজ্রপাত দেখে চিৎকার করে যে এটি তাকে আঘাত করবে, তখন সে বিদ্যুতকে ভয় পায়, খোদাকে নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন; আজকে একমাত্র আহমদীদের ঈমান ও মহান আল্লাহ্‌র সাথে সংযোগ এবং দোয়াই পারে বিশ্বকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচাতে। বিশ্ববাসীর প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করে দুনিয়ার জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্‌র হক ও তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ না দিলে, এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেক আহমদীর উচিত এই চিন্তা-ভাবনা নিয়ে নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করা। প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) বলেন, তোমরা যদি কঠোর পরিশ্রম করে একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত কর, তাহলে উপকারের আশা আছে। এভাবে শান্তির দিন হল পরিশ্রমের, এখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলে উপকার হবে। এখন, আপনি যদি দোয়া করেন, সেক্ষেত্রে করুণাময় এবং দয়াময় আল্লাহ্ আপনাকে কল্যাণমন্ডিত করবেন। সুতরাং নামাযে, রুকুতে, সিজদায় দোয়া করুন যাতে আল্লাহ্ এই বিপদকে দূরে রাখেন এবং শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দান করেন। যে নামায পড়ে সে কখনো বঞ্চিত হয় না। যে ব্যক্তি নামায পড়ে তাকে হত্যা করা সম্ভব নয়। আর যদি এমনটা না হয়, তবে খোদাকে কখনই জানা সম্ভব নয়, তাই এমনটি করুন যাতে আপনার মধ্যে সত্যিকারের আন্তরিকতা পুরোপুরি বিকাশ লাভ করে। আজও এমন ধ্বংসের চিহ্নাবলী দৃশ্যমান, তাই আসুন আমরা মহান আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নত করি; কারণ এটিই পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর একমাত্র উপায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, উচ্চ নৈতিকতা প্রদর্শনও আল্লাহ তাআলার অন্যতম নির্দেশ। তিনি বলেন, ভাষার বৈরী আচরণ শত্রুতা সৃষ্টি করে, তাই সবসময় নিজের ভাষাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ইসলাম যেখানে নৈতিক পরিসরে বসবাস করতে শেখায়, সেখানে আইনগত সীমারেখার মধ্যে থাকার পরামর্শও দেয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন; 'আহমদীদের আরেকটি গুণ থাকা উচিত; তা হল নিজেদের মধ্যে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা। তিনি বলেছিলেন যে, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সমৃদ্ধি হবে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে সত্যিকারের সহানুভূতি দেখায়। তিনি (আ.) উল্লেখ করেছেন যে, আহমদীয়া

জামাতে যোগদানের মাধ্যমে আমরা এক আধ্যাত্মিক পিতার সন্তান হয়েছি এবং অন্যের উপর এখন কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তিনি (আ.) আরও বলেন যে, আল্লাহ্ আমাদের জামাতকে একটি দৃষ্টান্ত বানাতে চান। সুতরাং, একটি দৃষ্টান্ত কি শুধুমাত্র ভাসা ভাসা কথা বলে এবং কোন গভীর আমল ছাড়াই তৈরি করা যেতে পারে? এর জন্য অনেক প্রচেষ্টা ও অনেক পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের ইবাদতের মান বাড়াতে এবং আমাদের নৈতিক অবস্থার মানগুলি সংশোধন করার সময় এবং নিজেদের মধ্যে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের মান প্রতিষ্ঠা করার সময়, আমাদের দেখতে হবে যে, আমরা সেই আদর্শ হয়ে উঠছি কি না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন; **"আল্লাহ্ তাআলা মুত্তাকীদের ভালবাসেন। তাই আল্লাহ্র মহিমা স্মরণ করে আল্লাহকে ভয় করুন। মনে রাখবেন সবাই আল্লাহ্ তাআলার সন্তান। কাউকে অত্যাচার করবেন না। কাউকে হেয় করবেন না। একজন অধঃপতিত মানুষ সবাইকে অধঃপতনের শিকারে পরিণত করে তোলে। উচ্চ নৈতিক মান প্রদর্শন করুন- তবেই প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টি হবে। আমাদের জামাতের সদস্যরা এমন একজন বান্দার সাথে সম্পর্কযুক্ত; যার কাছে প্রেরিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তাই জামাতের সদস্যদের উচিত জাগতিকতায় নিমগ্ন না থেকে তাকওয়ায় কতদূর সে অগ্রগামী হয়েছে সেদিকে লক্ষ রাখা। সুতরাং আমাদের যদি বয়াতের হক আদায় করতে হয়, যদি আমাদের মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ হতে হয়; তবে আমাদের সর্বদা নিজেদের অবস্থার মূল্যায়ন করতে হবে।"**

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের-এর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন গড়তে সাহায্য করুন। আমরা যেন ধর্মকে জাগতিকতার উপর গুরুত্ব দিতে পারি। আমাদের মধ্যে যেন আল্লাহ্র প্রতি ভয়ের জন্ম হয় এবং আমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র প্রতি প্রকৃত ঈমানদার হয়ে উঠি, এবং আমরা যেন সেই পরবর্তীদের দলে শামিল হই, যাদের সুসংবাদ আল্লাহ্ তাআলা মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
14 October 2022
Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....................P.O........................
Distt........................Pin.........W.B

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in